প্রার্থনা

Swami Atmaswarupananda

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম

বারাসত, ২৪ পরগণা

প্রকাশক :
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
পোঃ বারাসত, ২৪ পরগণা

৫ম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৮৮

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের
শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার জন্য যৎসামান্য প্রণামী
এক টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র রায়
ইকনমিক প্রেস
২৫ রায়বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরতির সময় যে স্তবগুলি গীত হয় তাহা সরল বঙ্গানুবাদ সহ এই "প্রার্থনা" পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর স্তব এবং গুরুবন্দনা প্রভৃতিও অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।

এতৎসঙ্গে "শ্রীরামনামসঙ্কীর্তনম্" অনুবাদ সহ সংযোজিত হইল। বেলুড়মঠে ও অন্যান্য আশ্রমে প্রতি একাদশীতে ইহা গীত হয়।

এই পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুর সেবায় ব্যয়িত হইবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠে স্তবগুলির এবং অপূর্ব ভাবপূর্ণ শ্রীরামনামসঙ্কীর্তনের অর্থ সাধারণের বোধগম্য হইলে আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইহাদের মাহাত্ম্য ধারণা করিয়া পাঠকের প্রাণে ভক্তির উদয় হোক এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাকণা লাভে জীবন ধন্য হোক ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম — বিনীত

আশ্বিন, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ — প্রকাশক

সূচীপত্র

দিব্যবাণী ... ... ক, খ

প্রার্থনা

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরতি-গান ... ১

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্ ৭

৩। প্রণাম ১০

৪। শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রম্ ১১

৫। দেবী প্রণাম ১৩

৬। শ্রীগুরু-বন্দনা ১৮

৭। শ্রীগুরু-প্রণাম ২০

শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনম্ ২১

৮। স্তব (১) ২৭

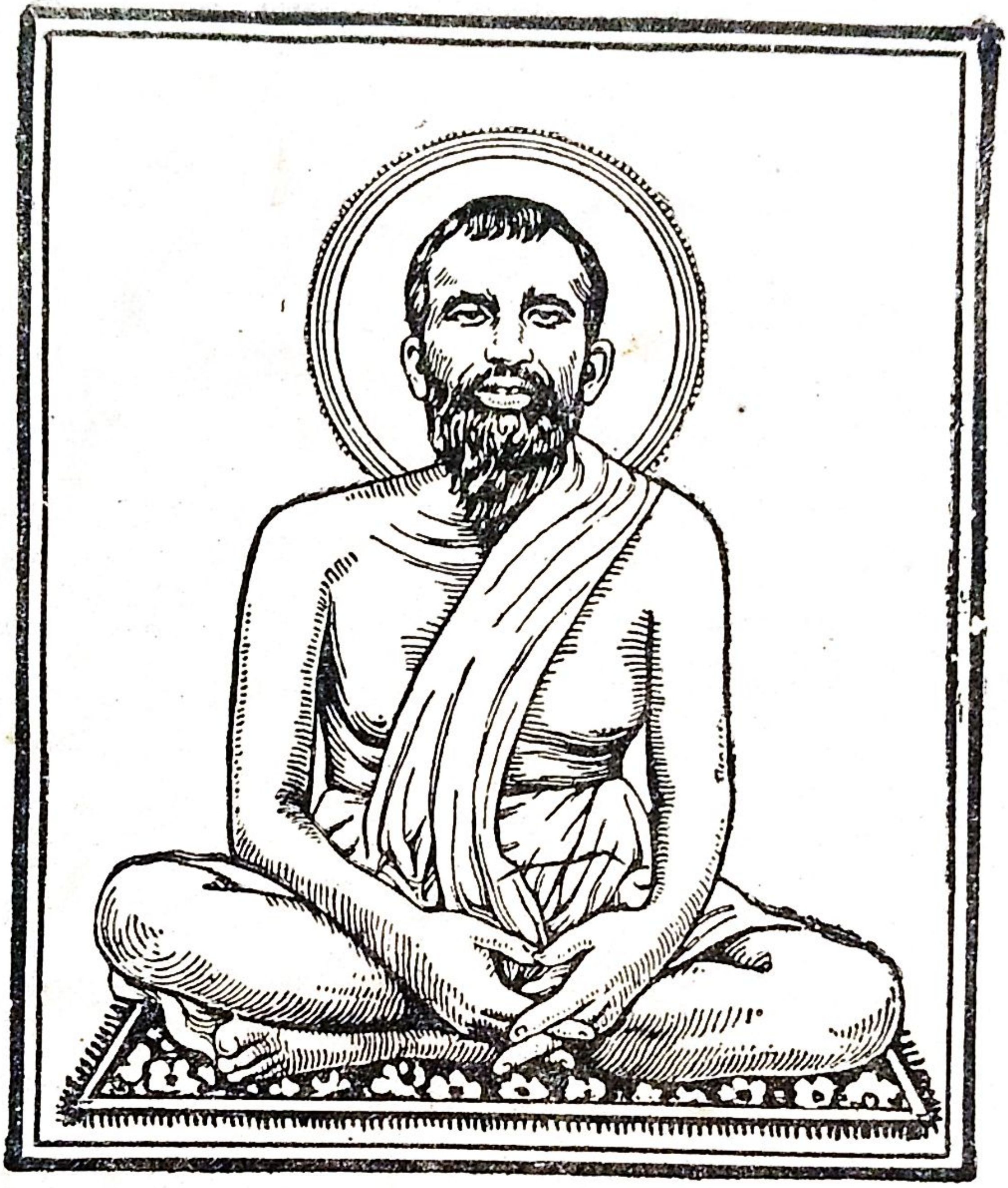
৯। প্রার্থনা ৩৭

১০। সংকীর্তনম্—শ্রীনামরামায়ণম্ ... ৩৮

১১। স্তব (২) ৫৭

১২। প্রণাম ৬০

১৩। গান ৬৪



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দিব্যবাণী

(শ্রীরামকৃষ্ণ)

ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।

শরীরটা দুদিনের জন্য, তিনিই সত্য,
শরীর এই আছে এই নাই।

ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই ভাবে ও সেই নামে ডাকলে দেখা পায়।

সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

সংসার করবে পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।

এক হাতে সংসার করবে, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখবে।

(শ্রীমা সারদাদেবী)

যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।

ধ্যান না হয় জপ করবে, জপাৎ সিদ্ধি। ধ্যান হল ভাল, না হয় জোর করে ধ্যান করবার দরকার নেই। তাঁর নাম করতে করতে সব হয়ে যাবে।

মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে, বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মত।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

সাধারণ ভক্তেরা তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) যতটুকু বুঝেছে তিনি বাস্তবিক ততটুকু নন। তাঁর লীলা অদ্ভুত, ভাব অসংখ্য। তাঁকে বোঝবার যো নাই। তাঁর উপমা তিনিই। নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুরও ধারণা হয়, কিন্তু তাঁর অনন্ত অসীম ভাবের ইয়ত্তা হয় না। তিনি মনে করলে কটাক্ষে লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন।

শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর। এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরতি-গান

স্বামী বিবেকানন্দকৃত

সুর—মিশ্র ঃ তাল—ফেরতা

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥

তুমি সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া দাও, তুমি জগতের বন্দনীয়; আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুমি অতিশুদ্ধ এবং নররূপ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ।

তুমি পাপরূপ মলিনতাকে দূর করিয়া দাও, তুমি জগতের অলঙ্কার স্বরূপ এবং চৈতন্যঘন মূর্তি, জ্ঞানরূপ অঞ্জনে তোমার চক্ষু দুইটি নির্মল, উহা দেখিলে জীবের মোহ কাটিয়া যায়।

ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগল-চরণ তারণ-ভব-পার॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগ-সহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন-দুঃখ-গঞ্জন, করুণাঘন, কর্মকঠোর।
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর॥

তোমার দিব্যভাব সাগরের মত গভীর এবং উজ্জ্বল, তোমার প্রেম সমুদ্রের ন্যায় অসীম এবং সদা উন্মত্ত। তোমার শ্রীচরণ দুইটী ভক্তগণের লভ্য এবং তুমি ভক্তগণকে সংসার-সমুদ্রের অপর পারে লইয়া যাও অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার কর।

তুমি জগতের ঈশ্বর এবং যোগশক্তির সাহায্যে যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছ। বৃত্তি নিরোধের দ্বারা তোমার মন সমাধিস্থ, তোমার কৃপায় এই সকল লীলা দেখিতেছি।

তুমি জীবের দুঃখভোগ দূর করিয়া দাও। তুমি করুণার মূর্তি এবং জগতের হিতের জন্য কঠোর কর্ম

বঞ্চন-কাম-কাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ ॥

নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতি কুলমান ॥

সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥

করিয়াছ। তুমি জগদ্বাসীর উদ্ধারের জন্য প্রাণ দান করিয়াছ, তুমি কলির বন্ধন ছেদন করিয়া দাও।

তুমি কাম ও কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়াছ, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি অর্থাৎ জগতের ভোগ সুখ তোমার নিকট অত্যন্ত নিন্দনীয়। হে ত্যাগিরাজ, হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তোমার শ্রীচরণে আমার অনুরাগ দাও।

তুমি ভয়শূন্য এবং তোমার মন তত্ত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত ও দৃঢ় ধারণাযুক্ত। তুমি জাতি, কুল, মান ইত্যাদি বিচার না করিয়া অহেতুক করুণায় ভক্তদিগের আশ্রয় দাতা।

সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের জল যেমন অতি সামান্য সেইরূপ যে সমস্ত ভক্ত তোমার শ্রীচরণকে অমূল্য সম্পদ

নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তম-ভঞ্জনহার ॥

বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের নিকট সংসারের সুখ অতিশয় তুচ্ছ। তোমার নিকট ছোট বড় ভেদ নাই। তুমি সকলকে সমানভাবে ভালবাসিয়া থাক, তোমার কৃপায় জগদ্বাসীর দুঃখ দূর হয়।

হে প্রভু, তোমাকে বার বার প্রণাম করি। তুমি বাক্য ও মনের অতীত অর্থাৎ তোমার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না এবং বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা ধারণা করা যায় না ; অথচ তুমিই বাক্য ও মনের একমাত্র আধার অর্থাৎ তোমা হইতেই বাক্য ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি জ্যোতির্ময় পদার্থ সকলের (সূর্যাদির) জ্যোতিস্বরূপ অর্থাৎ তোমার জ্যোতিতেই সকল বস্তু প্রকাশিত হইতেছে। তুমি জীবের হৃদয়-গুহাকে আলোকিত কর অর্থাৎ তুমি অন্তরে থাকায় জীবের বুদ্ধি কার্য করিতেছে। তুমি জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর কর।

ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ,
বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকত-বৃন্দ, আরতি তোমার ॥
জয় জয় আরতি তোমার
হর হর আরতি তোমার
শিব শিব আরতি তোমার।
খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ বন্দন বন্দি তোমায় ॥

তোমার আরতি কালে ধে ধে ধে লঙ্গ শব্দে নানা রঙ্গে-ভঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিতেছে ও তাহার সঙ্গে করতাল ইত্যাদি বাজিতেছে এবং ভক্তগণ (সুর, তাল ও লয় যোগে) তোমার স্তব গান করিতেছেন।

[পূর্বে এই গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু সুরের বিভিন্নতার জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে ; সেইজন্য স্বামীজী পরে উহার পূর্বোক্ত-রূপ পরিবর্তন করেন।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগবন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ, গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত
মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার ॥
ধে, ধে, ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ, ভকতবৃন্দ আরতি তোমার ॥]

বীরবাণী—১৪শ সংস্করণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্

স্বামী বিবেকানন্দ কৃতম্

ওঁ-হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্ ।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১

[হে রামকৃষ্ণ !] তুমি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ ওঁ এবং হ্রীং। তুমি সত্যস্বরূপ, অচল, ত্রিগুণজয়ী এবং নানা দিব্যগুণের দ্বারা স্তবের যোগ্য ; যেহেতু তোমার মোহ-দূরকারী পূজার যোগ্য চরণকমল ব্যাকুলভাবে দিবারাত্র (সর্বদা) আমি ভজনা করিতেছি না, সেহেতু হে দীনবন্ধু, আমি তোমার শরণাগত, তুমিই আমার আশ্রয় ॥১॥

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্তোদ্ধৃতস্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ত-তৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মি নাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৩

সংসার নাশকারী ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞানাদি এবং উপাসনা সহায়ে সাধক অতি মহৎ ব্রহ্মতত্ত্বলাভে সমর্থ হয়; কিন্তু এইসকল কথা আমি মুখে বলিলেও আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না (অর্থাৎ আমি উহা ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারি না)—অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥২॥

হে সত্যের পথস্বরূপ রামকৃষ্ণ! তোমার প্রতি অনুরাগ হইলে ভক্তগণ তোমাকে পাইয়াই পূর্ণকাম হয় এবং শীঘ্র

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেক গম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৪

রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকের জীবন-স্বরূপ তোমার শ্রীচরণ মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয়। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥৩॥

হে প্রভো! তোমার মায়াদূরকারী মঙ্গলময় অতি পবিত্র 'ষ্ণ' এই অক্ষরটি যে নামের শেষে আছে সেই (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকেও পুণ্যে পরিণত করে। তুমি জগতের একমাত্র প্রাপ্তির বস্তু অর্থাৎ আশ্রয়; যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেহেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥৪॥

প্রণাম

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥

যিনি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং সকল ধর্মের স্বরূপ, যিনি অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই [ভগবান] শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রম্

স্বামী অভেদানন্দ কৃতম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং,
নররূপধরাং জনতাপহরাম্ ।
শরণাগত-সেবক-তোষকরীং,
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥১

গুণহীনসুতানপরাধযুতান্,
কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্ ।
তরণীং ভবসাগর-পারকরীং,
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥২

যিনি আদ্যা প্রকৃতিস্বরূপা হইয়াও মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন, যিনি লোকের দুঃখ দূর করেন, যিনি ভক্তকে অভয় ও বরদান করেন এবং আশ্রিত সেবকের সন্তোষ বিধান করেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠা জগজ্জননীকে প্রণাম করি ॥১॥

[মা !] অপরাধী, মোহযুক্ত, গুণহীন সন্তানদিগকে [তুমি] আজ কৃপা করিয়া উদ্ধার কর, সংসার সাগর

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা,
চরণাম্বুরুহামৃত শান্তি-সুধাং ।
পিব ভৃঙ্গ মনো ভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥৩

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে ॥৪

পারের তরণীস্বরূপিণী শ্রেষ্ঠা জগজ্জননীকে প্রণাম করি ॥২॥

হে মনরূপ ভ্রমর, তুমি বিষয়রূপ পুষ্পকে ত্যাগ করিয়া মায়ের পাদপদ্মের মধুরূপ ভবরোগনাশক শান্তি-সুধা সর্বদা পান কর। আমি সর্বশ্রেষ্ঠা জগজ্জননীকে প্রণাম করি ॥৩॥

হে মহাদেবি, তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দান করিয়া প্রণত সন্তানদিগের প্রতি কৃপা কর। হে কৃপাময়ি! তোমাকে নমস্কার ॥৪॥

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে ॥৫
রামকৃষ্ণগত প্রাণাং তন্নাম শ্রবণপ্রিয়াং।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৬
পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ॥৭

হে মা সারদাদেবি, তুমি লজ্জারূপ বস্ত্রে আবৃতা অর্থাৎ অত্যন্ত লজ্জাশীলা, তুমি সর্বদা জ্ঞান দান করিয়া থাক। তুমি আমাদিগকে সর্বদা পাপরাশি হইতে রক্ষা কর। হে করুণাময়ি, তোমাকে প্রণাম করি ॥৫॥

যাঁহার প্রাণ-মন শ্রীরামকৃষ্ণে সমাহিত, যিনি সেই নাম শ্রবণে আনন্দিত হন এবং তাঁহারই [শ্রীরামকৃষ্ণের] ভাবে যাঁহার মূর্তি সুশোভিত তাঁহাকে (মা সারদাদেবীকে) বার বার প্রণাম করি ॥৬॥

যাঁহার স্বভাব পবিত্র এবং জীবনও সেইরূপ পবিত্র সেই পবিত্রতাস্বরূপিণীকে [মা সারদাদেবীকে] পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥৭॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্ ।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥৮
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি ।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ॥৯

যিনি আনন্দময়ী, শরণাগত ভক্তের যিনি বিপদ নাশ করেন, যিনি যোগিরাজগণের পূজ্যা, যিনি যুগধর্ম রক্ষা করেন এবং (সাধককে) ভক্তি ও জ্ঞানদান করেন সেই কৃপাময়ী মা সারদাদেবীকে সর্বদা প্রণাম করি ॥৮॥

[তুমি] স্নেহের দ্বারা আমাদের মন আবদ্ধ (আকৃষ্ট) কর। আমাদের অশেষ দোষকে গুণময় কর, দোষযুক্ত আমাদিগকে নিজ কোলে টানিয়া লইয়া বিনা কারণে দয়া র অর্থাৎ আমাদের অসংখ্য দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিয়া

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্ ॥১০

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥১১

নিজগুণে আমাদিগকে কৃপা কর। তোমার এই কার্য অতি আশ্চর্য ॥৯॥

মা, সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি তুমি প্রসন্না হও, সন্তানগণের প্রতি নিত্য স্নেহশীলা হও; আমাদের ত্রিতাপে তাপিত হৃদয়ে এক বিন্দু স্নেহ সেচন করিয়া আমাদের চিত্তকে শান্ত কর ॥১০॥

জননী সারদাদেবী ও জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমল আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি ॥১১॥

দেবী প্রণাম

(শ্রীশ্রীচণ্ডী—১১শ অধ্যায়), রাগিনী—বেহাগ

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥১
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥২

[শ্রীশ্রীজগন্মাতার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে] মা ! তুমি সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল স্বভাবা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদায়িনী, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিভুবন জননী বা ত্রিনয়না এবং গৌরবর্ণা, হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥১॥

[হে দেবি] তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তি-স্বরূপিণী (অর্থাৎ তোমার ইচ্ছাশক্তিতে ত্রিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে) তুমি নিত্যা, ত্রিগুণের আধার স্বরূপিণী ও ত্রিগুণময়ী, হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম করি ॥২॥

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥৩

জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

[হে দেবি] তুমি আশ্রিত, দীন ও আর্ত বা বিপন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া থাক এবং সকলের দুঃখ (জন্ম মরণাদি) দূর কর। তোমাকে প্রণাম করি ॥৩॥

শ্রীগুরু-বন্দনা

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার-কৃত

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে।
শরণাগত-কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে।
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

কুলকুণ্ডলিনী ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদি গ্রন্থি বিদারণ-কারক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখ-শান্তি-বরাভয়-দায়ক হে।
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে।
চিত-শঙ্কিত-বঞ্চিত-ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভব-রোগ-বিকার-বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

শ্রীগুরু-প্রণাম

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩
সংসারার্ণব ঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪
অজ্ঞানতিমিরে যস্তু জ্ঞানালোক-প্রদীপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫

শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনম্

বন্দনা

রামং লক্ষ্মণ-পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং
রাবণারিম্॥

মহাবীর সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি

"মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্‌না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণ দৃক্‌পাত নাই—মহাজিতেন্দ্রিয়, মহা-বুদ্ধিমান্‌! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। ঐরূপ হ'লেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব—অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোক-সন্ত্রাসী সিংহ-বিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব, শিবত্বলাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। ঐরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ

নিবেদন

আমি যখন দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তথায় দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের মধ্যে এই রামনাম-সঙ্কীর্তন শুনিয়া মুগ্ধ হই। আমাদের বঙ্গদেশেও যাহাতে ইহার অভ্যাস ও প্রচারবাহুল্য হয় এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাকারে ইহার প্রথম সঙ্কীর্তন প্রবর্তনে প্রয়াস পাই। আনন্দের বিষয়, আজ বঙ্গদেশের নানাস্থানে ইহার আদর ও আবৃত্তি হইতেছে। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হইলেও আংশিক ভাবে যে সফল হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা করি, আন্তরিক পাঠে ভগবানে ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বড় সাধ ছিল, বঙ্গে ব্রহ্মচর্য-মূর্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের উপাসনা প্রবর্তিত হয়। সেইজন্য আমরা মঠে এই নাম-সঙ্কীর্তনের পূর্বে শ্রীশ্রীমহাবীরের আরাধনার নিয়ম করিয়াছি। অনুরোধ, অপর সকলেও ইহার অনুবর্তন করেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক ভগবৎ-প্রীতির অধিকারী হইয়া জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র করুন, ইহাই হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা। ইতি—

বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী ব্রহ্মানন্দ



"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

উপক্রমণিকা

শ্রীরামনাম সঙ্কীর্তনের অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ও ভক্তিরসাশ্রিত শ্লোকসমূহ কোন্ ভক্তকবি রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ হইতে ইহারা সঙ্কলিত হইয়াছিল, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সঙ্কীর্তনের যাহা মূল অংশ,—"শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম...... শরণং তব চরণং ভব হরণং মম রাম" তাহা কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দাক্ষিণাত্যবাসীদের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখিয়াছিলেন, 'নিবেদনে' এইমাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১০৮টি চরণে সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনাকে যিনি এইভাবে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন তিনি যে একজন অসাধারণ কবি এবং শ্রীশ্রীরামচন্দ্রানুগৃহীত মহাভাগ্যবান ভক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

সঙ্কীর্তনের উক্ত মূল অংশ ব্যতিরেকে পূর্ব ও পরবর্তী 'স্তব ও প্রণাম' অংশের শ্লোকসমূহের অধিকাংশ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ও তুলসীদাসজী কৃত 'রামচরিত মানস' হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

'স্তব' (১) অংশের অনেক শ্লোক তুলসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের মঙ্গলাচরণ হইতে গৃহীত। প্রথম—ষষ্ঠ সংখ্যক শ্লোক বালকাণ্ড; সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক অযোধ্যা-কাণ্ড; নবম ও দশম শ্লোক অরণ্যকাণ্ড; একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোক কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড; ত্রয়োদশ শ্লোক সুন্দরকাণ্ড এবং চতুর্দশ শ্লোক উত্তরকাণ্ডের মঙ্গলাচরণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। 'প্রার্থনা'র মন্ত্রটি "নান্যাস্পৃহা রঘুপতে ..." ইহাও তুলসী রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের মঙ্গলাচরণ হইতে গৃহীত। 'প্রণাম' অংশের "রামায় রামচন্দ্রায়··· সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ" বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তি অংশে "রামায়ণ শ্রবণ বিধিতে" দৃষ্ট হয়। "যত্র যত্র রঘুনাথ-কীর্তনং·········রাক্ষসান্তকম্" —ইহাও উক্ত অংশেই রহিয়াছে। "অতুলিতবলধাম·········বাতজাতং নমামি" ইহা তুলসী রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের মঙ্গলাচরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইতি—

প্রকাশক

ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

স্তবঃ (১)

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ ॥১॥
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্ ॥২॥
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে ॥৩॥

বর্ণ, অর্থ, রস ও ছন্দঃসমূহের প্রণেত্রী সরস্বতী এবং সমুদয় মঙ্গল-বিধায়ক গণেশকে বন্দনা করি ॥১॥

যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে সিদ্ধগণ স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত ঈশ্বরের দর্শনলাভে সমর্থ হন না, সেই শ্রদ্ধারূপিণী ভবানী এবং বিশ্বাসরূপী শঙ্করকে বন্দনা করি ॥২॥

যাঁহাকে আশ্রয় করাতে চন্দ্র বক্র হইয়াও সর্বত্র বন্দনীয়, সেই শঙ্কররূপী জ্ঞানময় সনাতন গুরুকে বন্দনা করি ॥৩॥

সীতারামগুণগ্রাম-পুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ॥৪॥
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্ ॥৫॥
যন্মায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরাঃ,
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।

সীতা ও রামের গুণাবলীরূপ পুণ্যারণ্যবিহারী বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই কবিশ্রেষ্ঠ (বাল্মীকি) এবং কপিশ্রেষ্ঠ (হনুমান)-কে বন্দনা করি ॥৪॥

(প্রকৃতিরূপে জগতের) উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী, সমূহকল্যাণবিধায়িনী রামবল্লভা সীতাকে নমস্কার করি ॥৫॥

সমস্ত জগৎ, ব্রহ্মাদি দেবতা ও অসুরগণ সকলেই যাঁহার মায়ার অধীন, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় (অর্থাৎ রজ্জুর সত্তাবশতঃ যেমন তাহাতে মিথ্যাকল্পিত সর্পও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ) সমুদয় (মিথ্যা হইলেও)

যৎপাদঃ প্লব মেব ভাতি হি
ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাম্,
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং
রামাখ্যমীশং হরিম্ ॥৬॥
প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকত-
স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে
সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা ॥৭॥

যাঁহার সত্তায় সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ভবসাগর পারেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম একমাত্র তরণীস্বরূপ, সেই সর্বকারণাতীত রামনামধারী ঈশ্বর হরিকে বন্দনা করি ॥৬॥

রঘুনন্দনের বদনকমলের যে শ্রী রাজ্যাভিষেকেও প্রফুল্ল ভাব ধারণ করে নাই, বনবাসের দুঃখেও যাহা ম্লান হয় নাই, সেই মুখশ্রী আমাকে সর্বদা মঙ্গল দান করুক ॥৭॥

নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং
সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং
নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥৮॥

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খেসম্ভবং শঙ্করম্
বন্দে ব্রহ্মকুলে কলঙ্কশমনং
শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥৯॥

যাঁহার অঙ্গ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও কোমল, যাঁহার বামভাগে সীতা অবস্থিতা এবং যাঁহার হস্তে মহাশরযুক্ত সুন্দর ধনু, সেই রঘুবংশনাথ রামচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥৮॥

যিনি ধর্মরূপ বৃক্ষের মূলস্বরূপ এবং বিবেকরূপ সমুদ্রের আনন্দদায়ী পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, যিনি বৈরাগ্যরূপ কমলের বিকাশক সূর্য্যস্বরূপ এবং মোহরূপ মেঘপুঞ্জ-বিচ্ছিন্নকারী বায়ুস্বরূপ,

সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরম্
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসৎতূণীরভারং বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতম্
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং
রামাভিরামং ভজে ॥১০॥

যিনি ব্রহ্মকুলের (বিশ্বশ্রবাবংশের) কলঙ্করূপী রাবণের নিধনকর্তা, সেই পাপহারী, অজ্ঞানান্ধকারনাশক ত্রিতাপ-হারী রাজন্যপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি ॥৯॥

যাঁহার অঙ্গ আনন্দবারিবর্ষণকারী ঘন মেঘের ন্যায় কমনীয়, যিনি পীতবসন পরিহিত হইয়া সৌন্দর্যমণ্ডিত, যাঁহার হস্তে ধনুর্বাণ এবং কটিদেশে তূণীরভার, যাঁহার নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, যিনি জটাজূট ধারণপূর্বক শোভান্বিত, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পথচারী, সেই বরেণ্য অভিরাম রামচন্দ্রকে বন্দনা করি ॥১০॥

কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ
গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ।
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্মবন্তৌ হি তৌ
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ
ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ ॥১১॥
ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ম্
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা।

যাঁহারা অতিশয় বলশালী, বিজ্ঞানের আধারস্বরূপ, শোভাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী, বেদবন্দ্য, গোব্রাহ্মণবৎসল, মায়াতে মনুষ্যরূপধারী সদ্ধর্মপরায়ণ, সীতান্বেষণে তৎপর এবং পথচারী, সেই নীলপদ্ম ও কুন্দফুলের ন্যায় সুন্দর তনুবিশিষ্ট রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এই উভয়েই আমাদিগকে ভক্তি প্রদান করুন ॥১১॥

ব্রহ্মরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত, কলির কলুষবিনাশী, অবিনশ্বর, ভগবান্ শঙ্করের সুন্দর মুখচন্দ্রে সর্বদা বিরাজিত,

সংসারাময়ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজীবনম্
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং
শ্রীরামনামামৃতম্ ॥১২॥

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদম্
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্ ।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিম্
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং
ভূপালচূড়ামণিম্ ॥১৩॥

ভবব্যাধির ঔষধস্বরূপ এবং জানকীর জীবনসদৃশ সুমধুর শ্রীরামনামরূপ অমৃত যে সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ সর্বদা পান করেন, তাঁহারাই ধন্য ॥১২॥

শান্তস্বভাব, সনাতন, অপ্রমেয় (সর্বপ্রমাণাতীত), নিষ্পাপ, নির্বাণরূপ শান্তিদাতা, ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তনাগ দ্বারা অহর্নিশ সেব্যমান, বেদান্তবেদ্য, সর্বব্যাপী, সুরগুরু, করুণাকর, মায়াতে মনুষ্যরূপধারী, নৃপতিগণের অগ্রগণ্য, রামনামধারী জগদীশ্বর রঘুবর হরিকে বন্দনা করি ॥১৩॥

কেকিকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্-
বিপ্রপাদাব্জচিহ্নম্
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং
সর্বদা সুপ্রসন্নম্ ।
পাণৌ নারাচ-চাপং কপিনিকরযুতং
বন্ধুনা সেব্যমানম্
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং
পুষ্পকারূঢ়রামম্ ॥১৪॥

যাঁহার অঙ্গ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নীলাভ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার বক্ষঃস্থল ব্রাহ্মণের (ভৃগুর) পদচিহ্ন দ্বারা শোভিত, যাঁহার হস্তে ধনুর্বাণ, যিনি পুষ্পকরথে আরূঢ়, সেই সদা-সুপ্রসন্ন, পীতবসনধারী, কমললোচন, শোভাসম্পন্ন বাণরগণ-পরিবেষ্টিত, বন্ধুসেব্য বন্দনীয় জানকীনাথ রঘুবরকে অহর্নিশ নমস্কার করি ॥১৪॥

আর্তানামার্তিহন্তারং ভীতানাং ভয়নাশনম্ ।
দ্বিষতাং কালদণ্ডং তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥১৫॥
শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেয়ং
সীতাপতিং রঘুকুলান্বয়রত্নদীপম্ ।
আজানুবাহুমরবিন্দদলায়তাক্ষং
রামং নিশাচরবিনাশকরং নমামি ॥১৬॥
বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্ ।

আর্তদিগের ক্লেশহারী, ভীতগণের ভয়হারী এবং শত্রুগণের যমদণ্ডতুল্য সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥১৫॥

যিনি রঘুবংশের রত্নদীপস্বরূপ, যাঁহার বাহু আজানুলম্বিত এবং নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, সেই রাক্ষসনিধনকারী, দশরথতনয়, সীতাপতি, অপ্রমেয় শ্রীরাঘব রামচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥১৬॥

যিনি কল্পবৃক্ষমূলে স্বর্ণময় বৃহৎ মণ্ডপের মধ্যস্থিত রত্ন-

অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে
তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরম্
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং
রামং ভজে শ্যামলম্ ॥১৭॥

খচিত পুষ্পাকীর্ণ সিংহাসনে সীতার সহিত বীরাসনে উপবিষ্ট, যাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হনুমানের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিগণ পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, ভরতাদি দ্বারা পরিবৃত সেই শ্যামল রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥১৭॥

প্রার্থনা

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥

হে রঘুনাথ! আপনি সকলের অন্তরাত্মাস্বরূপ, সত্য বলিতেছি, আমাদের হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা নাই; হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে কেবল তদেকনির্ভরা ভক্তি প্রদান করুন এবং মনকে কামাদিদোষশূন্য করুন।

সঙ্কীর্তনম্

ওঁ শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎ-
সমেত শ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীনামরামায়ণম্

বালকাণ্ডঃ

১। শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম
২। কালাত্মকপরমেশ্বর রাম
৩। শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম

ওঁ শ্রীসীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমানের সহিত
পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।

১। হে রাম, তুমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।
২। তুমি কালরূপী পরমেশ্বর।
৩। তুমি অনন্তনাগের দেহরূপ শয্যায় সুখে নিদ্রিত ছিলে।

৪। ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম
৫। চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন রাম
৬। শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম
৭। কৌশল্যাসুখবর্ধন রাম
৮। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন রাম
৯। ঘোরতাটকাঘাতক রাম
১০। মারীচাদিনিপাতক রাম
১১। কৌশিকমখসংরক্ষক রাম

৪। ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমাকে (রাবণবধের জন্য) প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
৫। তুমি সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ।
৬। তুমি ঐশ্বর্যবান ও কীর্তিমান দশরথের নন্দন।
৭। তুমি কৌশল্যার সুখবৃদ্ধি করিয়াছিলে।
৮। তুমি বিশ্বামিত্রের অতি প্রিয়পাত্র ছিলে।
৯। তুমি ভীষণ তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলে।
১০। তুমি মারীচাদি রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছিলে।
১১। তুমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সুরক্ষিত করিয়াছিলে।

১২। শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম
১৩। গৌতমমুনিসংপূজিত রাম
১৪। সুরমুনিবরগণসংস্তুত রাম
১৫। নাবিকধাবিতমৃদুপদ রাম
১৬। মিথিলাপুরজনমোহক রাম
১৭। বিদেহমানসরঞ্জক রাম

১২। তুমি শ্রীমতী অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলে।
১৩। তুমি গৌতম ঋষি কর্তৃক সুপূজিত হইয়াছিলে।
১৪। দেবতা ও শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তোমার স্তব করিয়াছিলেন।
১৫। (তোমার পদধূলিতে পাছে তাহার নৌকা পাষাণী অহল্যার ন্যায় নারী হইয়া যায়, এই ভয়ে) নাবিক তোমার কোমল চরণ ধৌত করিয়াছিল।
১৬। তুমি মিথিলাপুরবাসীদিগকে মোহিত করিয়াছিলে।
১৭। তোমাকে দেখিয়া জনক রাজার মন আনন্দিত হইয়াছিল।

১৮। ত্র্যম্বককার্মুকভঞ্জক রাম
১৯। সীতার্পিতবরমালিক রাম
২০। কৃতবৈবাহিককৌতুক রাম
২১। ভার্গবদর্পবিনাশক রাম
২২। শ্রীমদযোধ্যাপালক রাম

অযোধ্যাকাণ্ডঃ

২৩। অগণিতগুণগণভূষিত রাম
২৪। অবনীতনয়াকামিত রাম

১৮। তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলে।
১৯। সীতা তোমাকে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন।
২০। তুমি বিবাহ-উপলক্ষ্যে আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছিলে।
২১। তুমি ভৃগুবংশীয় পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলে।
২২। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যানগরী পালন করিয়াছিলে।
২৩। তুমি অসংখ্য গুণে অলঙ্কৃত ছিলে।
২৪। পৃথিবীর কন্যা সীতার তুমি কামনার ধন ছিলে।

২৫। রাকাচন্দ্রসমানন রাম

২৬। পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন রাম

২৭। প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ রাম

২৮। তৎক্ষালিতনিজমৃদুপদ রাম

২৯। ভরদ্বাজমুখনন্দক রাম

৩০। চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন রাম

৩১। দশরথসন্ততচিন্তিত রাম

২৫। তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় (সুখদায়ক)।

২৬। তুমি পিতৃসত্যরক্ষার্থ বনবাসী হইয়াছিলে।

২৭। বন্ধু গুহক তোমার পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

২৮। সে তোমার কোমলপদ ধৌত করিয়াছিল।

২৯। তুমি ভরদ্বাজপ্রমুখ মুনিগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলে।

৩০। তুমি চিত্রকূট পর্বতে বাস করিয়াছিলে।

৩১। দশরথ সর্বদা তোমার চিন্তা করিয়াছিলেন।

৩২।	কৈকেয়ীতনয়ার্থিত	রাম
৩৩।	বিরচিতনিজপিতৃকর্মক	রাম
৩৪।	ভরতার্পিতনিজপাদুক	রাম

অরণ্যকাণ্ডঃ

৩৫।	দণ্ডকবনজনপাবন	রাম
৩৬।	দুষ্টবিরাধবিনাশন	রাম
৩৭।	শরভঙ্গ-সুতীক্ষ্ণ-অর্চিত	রাম

৩২। কৈকেয়ীতনয় ভরত তোমাকে (অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য) প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

৩৩। তুমি পিতার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলে।

৩৪। তুমি ভরতকে নিজ পাদুকা প্রদান করিয়াছিলে।

৩৫। তুমি দণ্ডকারণ্যবাসীদিগকে পবিত্র করিয়াছিলে।

৩৬। তুমি দুষ্ট বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলে।

৩৭। শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ ঋষি তোমাকে পূজা করিয়াছিলেন।

৩৮। অগস্ত্যানুগ্রহবর্ধিত রাম

৩৯। গৃধ্রাধিপসংসেবিত রাম

৪০। পঞ্চবটীতটসুস্থিত রাম

৪১। শূর্পণখার্তিবিধায়ক রাম

৪২। খরদূষণমুখসূদক রাম

৪৩। সীতাপ্রিয়হরিণানুগ রাম

৪৪। মারীচার্তিকৃদাশুগ রাম

৩৮। তুমি অগস্ত্য ঋষির কৃপায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলে।

৩৯। পক্ষীরাজ জটায়ু তোমার সেবা করিয়াছিল।

৪০। তুমি পঞ্চবটীতে সুখে বাস করিয়াছিলে।

৪১। তুমি শূর্পণখার (নাসিকা ছেদন করিয়া) দুঃখবিধান করিয়াছিলে।

৪২। তুমি খর, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছিলে।

৪৩। তুমি সীতার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিয়াছিলে।

৪৪। তোমার শর মারীচের দুঃখবিধান করিয়াছিল।

৪৫। বিনষ্টসীতান্বেষক রাম
৪৬। গৃধ্রাধিপগতিদায়ক রাম
৪৭। শবরীদত্তফলাশন রাম
৪৮। কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডঃ

৪৯। হনুমৎসেবিতনিজপদ রাম
৫০। নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম

৪৫। তুমি অপহৃতা সীতার অন্বেষণ করিয়াছিলে।
৪৬। তুমি (রাবণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত) পক্ষিরাজ জটায়ুর সদ্গতি বিধান করিয়াছিলে।
৪৭। তুমি (নীচকুলোদ্ভবা) শবরী-প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়াছিলে।
৪৮। তুমি কবন্ধ রাক্ষসের বাহু ছেদন করিয়াছিলে।
৪৯। হনুমান তোমার পদসেবা করিয়াছিল।
৫০। তুমি প্রণত সুগ্রীবকে তাঁহার অভীষ্ট (রাজ্য) প্রদান করিয়াছিলে।

৫১। গর্বিতবালিসংহারক রাম

৫২। বানরদূতপ্রেষক রাম

৫৩। হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম

সুন্দরকাণ্ডঃ

৫৪। কপিবরসন্ততসংস্মৃত রাম

৫৫। তদ্‌গতিবিঘ্নধ্বংসক রাম

৫১। তুমি গর্বিত বালিকে বধ করিয়াছিলে।

৫২। তুমি (সীতার অন্বেষণে) বানরদূত প্রেরণ করিয়াছিলে।

৫৩। হিতকামী লক্ষ্মণ সর্বদা তোমার সঙ্গে ছিলেন।

৫৪। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সর্বদা তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন।

৫৫। তুমি তাঁহার (লঙ্কা) গমনের সমস্ত বিঘ্ন নাশ করিয়াছিলে।

৫৬। সীতাপ্রাণাধারক রাম

৫৭। দুষ্টদশাননদূষিত রাম

৫৮। শিষ্টহনুমদ্‌ভূষিত রাম

৫৯। সীতাবেদিতকাকাবন রাম

৬০। কৃতচূড়ামণিদর্শন রাম

৬১। কপিবরবচনাশ্বাসিত রাম

৫৬। সীতার (বন্দীদশায় তুমিই তাঁহাকে) প্রাণধারণ করাইয়াছিলে।

৫৭। দুষ্ট রাবণ তোমার নিন্দা করিয়াছিল।

৫৮। সৎস্বভাব হনুমান তোমার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৫৯। সীতা নিদর্শনস্বরূপ হনুমানের মুখে কাকের (কাকরূপী জয়ন্তের) প্রাণরক্ষার কথা তোমাকে জানাইয়াছিলেন।

৬০। তুমি (হনুমান কর্তৃক আনীত) সীতার চূড়ামণি দর্শন করিয়াছিলে।

৬১। তুমি বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের কথায় (সীতা-সম্বন্ধে) আশ্বস্ত হইয়াছিলে।

লঙ্কাকাণ্ডঃ

৬২। রাবণনিধনপ্রস্থিত রাম
৬৩। বানরসৈন্যসমাবৃত রাম
৬৪। শোষিতসরিদীশার্থিত রাম
৬৫। বিভীষণাভয়দায়ক রাম
৬৬। পর্বতসেতুনিবন্ধক রাম
৬৭। কুম্ভকর্ণ শিরশ্ছেদক রাম

৬২। তুমি রাবণবধার্থ যাত্রা করিয়াছিলে।
৬৩। তুমি বানরসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলে।
৬৪। তুমি সমুদ্রকে শোষণ করিবার উপক্রম করিলে তিনি তোমার নিকট (স্বীয় রক্ষার্থ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
৬৫। তুমি বিভীষণকে অভয়দান করিয়াছিলে।
৬৬। তুমি পর্বত দ্বারা সেতুবন্ধন করিয়াছিলে।
৬৭। তুমি কুম্ভকর্ণের শির ছেদন করিয়াছিলে।

৬৮। রাক্ষসসংঘবিমর্দক রাম

৬৯। অহিমহিরাবণচারণ রাম

৭০। সংহৃতদশমুখরাবণ রাম

৭১। বিধিভবমুখসুরসংস্তুত রাম

৭২। খস্থিতদশরথবীক্ষিত রাম

৭৩। সীতাদর্শনমোদিত রাম

৬৮। তুমি রাক্ষসসমূহকে ধ্বংস করিয়াছিলে।

৬৯। অহিরাবণ ও মহিরাবণ তোমাকে (স্কন্ধে করিয়া পাতালে) লইয়া গিয়াছিল।

৭০। তুমি দশানন রাবণকে বধ করিয়াছিলে।

৭১। (রাবণবধের পর) ব্রহ্মা ও শিবপ্রমুখ দেবতাগণ তোমার স্তব করিয়াছিলেন।

৭২। শূন্যপথে থাকিয়া দশরথ তোমাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

৭৩। তুমি সীতার দর্শনলাভে আনন্দিত হইয়াছিলে।

৭৪। অভিষিক্তবিভীষণনত রাম
৭৫। পুষ্পকযানারোহণ রাম
৭৬। ভরদ্বাজাভিনিষেবন রাম
৭৭। ভরতপ্রাণপ্রিয়কর রাম
৭৮। সাকেতপুরীভূষণ রাম
৭৯। সকলস্বীয়সমানত রাম

৭৪। বিভীষণ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও তোমার অনুগত ছিলেন।

৭৫। তুমি পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়াছিলে।

৭৬। ভরদ্বাজ ঋষি তোমার সেবা করিয়াছিলেন।

৭৭। তুমি (অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া) ভরতের হৃদয়ানন্দবিধান করিয়াছিলে।

৭৮। তুমি অযোধ্যাপুরীর ভূষণস্বরূপ ছিলে।

৭৯। আত্মীয়বর্গ তোমায় আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

৮০। রত্নলসৎপীঠাস্থিত রাম
৮১। পট্টাভিষেকালঙ্কৃত রাম
৮২। পার্থিবকুলসম্মানিত রাম
৮৩। বিভীষণার্পিতরঙ্গক রাম
৮৪। কীশকুলানুগ্রহকর রাম
৮৫। সকলজীবসংরক্ষক রাম
৮৬। সমস্তলোকাধারক রাম

৮০। তুমি রত্নালঙ্কৃত সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলে।
৮১। তুমি রাজ্যাভিষেককালে সুসজ্জিত ও মুকুটাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলে।
৮২। রাজন্যবর্গ তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।
৮৩। বিভীষণ তোমাকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিয়া আনন্দিত করিয়াছিলেন।
৮৪। তুমি বানরদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলে।
৮৫। তুমি সকল প্রাণীর রক্ষক।
৮৬। তুমি সমস্ত লোকের আধারস্বরূপ।

উত্তরকাণ্ডঃ

৮৭। আগতমুনিগণসংস্তুত রাম
৮৮। বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব রাম
৮৯। সীতালিঙ্গননির্বৃত রাম
৯০। নীতিসুরক্ষিতজনপদ রাম
৯১। বিপিনত্যাজিতজনকজ রাম

৮৭। সমাগত মুনিগণ তোমাকে বহু স্তুতি করিয়াছিলেন।

৮৮। তুমি (তাঁহাদের নিকট) রাবণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলে।

৮৯। তুমি সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে।

৯০। তুমি রাজধর্মানুসারে সম্যক্ প্রকারে রাজ্যপালন করিয়াছিলে।

৯১। তুমি (লক্ষ্মণের দ্বারা) সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিতা করাইয়াছিলে।

৯২।	কারিতলবণাসুরবধ	রাম
৯৩।	স্বর্গতশম্বুকসংস্তুত	রাম
৯৪।	স্বতনয়কুশলবনন্দিত	রাম
৯৫।	অশ্বমেধক্রতুদীক্ষিত	রাম
৯৬।	কালাবেদিতসুরপদ	রাম
৯৭।	আযোধ্যকজন-মুক্তিদ	রাম

৯২। তুমি (শত্রুঘ্ন দ্বারা) লবণাসুরকে বধ করাইয়াছিলে।

৯৩। স্বর্গগমনোদ্যত (শূদ্রতপস্বী) শম্বুক তোমার স্তুতি করিয়াছিল।

৯৪। তুমি স্বীয় পুত্র কুশ ও লবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলে।

৯৫। তুমি অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলে।

৯৬। কাল আসিয়া তোমাকে তোমার দেবত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিল।

৯৭। তুমি অযোধ্যাবাসী জনগণকে মুক্তিদান করিয়াছিলে।

৯৮। বিধিমুখবিবুধানন্দক রাম
৯৯। তেজোময়নিজরূপক রাম
১০০। সংসৃতিবন্ধবিমোচক রাম
১০১। ধর্ম্মস্থাপনতৎপর রাম
১০২। ভক্তিপরায়ণমুক্তিদ রাম
১০৩। সর্বচরাচরপালক রাম
১০৪। সর্বভবাময়বারক রাম

৯৮। তুমি ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণকে আনন্দ দান করিয়াছিলে।
৯৯। তুমি জ্যোতির্ময়স্বরূপ।
১০০। তুমি জীবের সংসারবন্ধন মোচন করিয়া থাক।
১০১। তুমি ধর্মসংস্থাপনে তৎপর।
১০২। তুমি ভক্তদের মুক্তিদাতা।
১০৩। তুমি সমস্ত চরাচরের পালক।
১০৪। তুমি সমস্ত ভবরোগের নিবারক।

১০৫। বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত রাম
১০৬। নিত্যানন্দপদস্থিত রাম
১০৭। রাম রাম জয় রাজা রাম
১০৮। রাম রাম জয় সীতা রাম

১০৫। তুমি বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করিয়া থাক।
১০৬। তুমি নিত্যানন্দস্বরূপে বিরাজিত।
১০৭। রাম রাম, জয় রাজা রাম।
১০৮। রাম রাম, জয় সীতারাম।

ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম
জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম

হে রাম, হে দশরথাত্মজ, তুমি ভয়হারী এবং মঙ্গলময়; তোমার ও সীতার জয় হউক।

মঙ্গলকর জয় মঙ্গল রাম
সঙ্গতশুভবিভবোদয় রাম
আনন্দামৃতবর্ষক রাম
আশ্রিতবৎসল জয় জয় রাম

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিতপাবন সীতা রাম

হে রাম, তুমি মঙ্গলময় এবং মঙ্গলবিধায়ক ; তুমি সঙ্গত ও শুভকর ঐশ্বর্যের নিদানস্বরূপ, তুমি আনন্দরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাক এবং তোমাতে যাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

হে রঘুপতি, হে রাঘব, হে রাজা রাম, হে পতিতপাবন, তোমার ও সীতার জয় হউক।

স্তবঃ (২)

কনকাম্বর কমলাসনজনকাখিল ধাম
সনকাদিকমুনিমানসসদনানঘ ভূম
শরণাগতস্থরনায়কচিরকামিত কাম
ধরণীতলতরণ দশরথনন্দন রাম
পিশিতাশনবনিতাবধ জগদানন্দ রাম

হে রাম, তুমি পীতবসন-পরিহিত, ব্রহ্মার জনক, সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, সনকাদি মুনিগণের পবিত্র চিত্ত তোমার বাসস্থান, তুমি নিষ্পাপ এবং ভূমাস্বরূপ, তুমি শরণাগত দেবগণের নায়ক এবং ভক্তদের চিরকাম্য বস্তু, তুমি পৃথিবীর পরিত্রাতা দশরথনন্দন।

তুমি রাক্ষসী তাড়কাকে বধ করিয়াছিলে, তুমি জগতের সমস্ত জনগণের আনন্দদাতা।

কুশিকাত্মজমখরক্ষণ চরিতাদ্ভুত রাম
মুনিগৌতমগৃহিণীস্বজদঘমোচন রাম
মুনিমণ্ডলবহুমানিত পদপাবন রাম
স্মরশাসনসুশরাসনলঘুভঞ্জন রাম
নরনির্জরজনরঞ্জন সীতাপতি রাম

তুমি (বাল্যাবস্থায়) বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার চরিত্র অতি অদ্ভুত।

তুমি গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যাতে লিপ্ত যে পাপ, তাহা মোচন করিয়াছিলে।

তোমাকে মুনিগণ অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তোমার পদযুগল (পতিতদের) পবিত্র করিয়া থাকে।

তুমি কন্দর্পহারী শিবের সুদৃঢ় ধনু অনায়াসেই ভঙ্গ করিয়াছিলে।

হে সীতাপতি, তুমি মনুষ্য ও দেবগণের আনন্দদায়ক।

কুসুমায়ুধতনুসুন্দর কমলানন রাম
বসুমানিতভৃগুসম্ভবমদমর্দন রাম
করুণারসবরুণালয় নতবৎসল রাম
শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম

তোমার অঙ্গ কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং মুখ পদ্মের ন্যায় সুশ্রী।

তুমি (অষ্ট বসুর অন্যতম) ভীষ্ম কর্তৃক সম্মানিত (তদীয় গুরু) ভার্গবের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলে।

তুমি করুণারসের সাগরসদৃশ ও প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ।

হে রাম, তোমার সংসার-হরণকারী শ্রীচরণ আমার আশ্রয় হউক।

শ্রীশ্রীরামপ্রণামঃ

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্ ।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥১॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥২॥

শ্রীহনুমৎপ্রণামঃ

অতুলিতবলধামং স্বর্ণ-শৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥১॥

সকলবিপদহারী, সর্বৈশ্বর্যদাতা, লোকরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥১॥

আনন্দদাতা, আনন্দস্বরূপ, কল্যাণবিধাতা, বিষ্ণুস্বরূপ, রঘুনাথ, জগৎপ্রভু সীতাপতি রামচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥২॥

যাঁহার শক্তি অতুলনীয়, দেহকান্তি সুবর্ণপর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি রাক্ষসরূপ অরণ্যের (দহনকারী) অগ্নিস্বরূপ,

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽমনিলাত্মজম্ ॥২॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্ ।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥৩॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলম্
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ ।

যিনি জ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য এবং সমস্ত গুণের আকর, যিনি বানরদিগের অধিপতি এবং রঘুপতির শ্রেষ্ঠ দূত, সেই পবন-নন্দনকে (হনুমানকে) নমস্কার করি ॥১॥

যিনি সাগরকে গোষ্পদতুল্য এবং রাক্ষসকে মশকসদৃশ জ্ঞান করিয়াছিলেন, যিনি রামায়ণরূপ মহামালার রত্নসদৃশ, সেই বায়ুপুত্রকে বন্দনা করি ॥২॥

জানকীর শোকনাশকারী, (রাবণপুত্র) অক্ষ-নামক রাক্ষসনিধনকারী, লঙ্কাবাসীদের ভীতি উৎপাদক সেই অঞ্জনানন্দন বানরশ্রেষ্ঠ বীরকে বন্দনা করি ॥৩॥

যিনি অবলীলাক্রমে সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক সীতার শোকাগ্নি

আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাম্
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥৪॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ ।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥৫॥
আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং
কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্ ।

গ্রহণ করিয়া লঙ্কা দহন করিয়াছিলেন, সেই অঞ্জনানন্দনকে করযোড়ে নমস্কার করি ॥৪॥

যিনি মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বানরবাহিনীর অধিনায়ক, সেই শ্রীরামের দূত জিতেন্দ্রিয় পবননন্দনকে অবনতমস্তকে নমস্কার করি ॥৫॥

যাঁহার মুখ রক্তবর্ণ এবং শরীর স্বর্ণশৈলের ন্যায় দীপ্তি-

পারিজাততরুমূলবাসিনং
ভাবয়ামি পবমাননন্দনম্ ॥৬॥
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥৭॥

ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণং সমাপ্তম্।

শালী, যিনি পারিজাতবৃক্ষের মূলে বাস করেন, সেই পবননন্দন আঞ্জনেয় হনুমানকে চিন্তা করি ॥৬॥

যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয়, সেখানে সেখানেই যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক সাশ্রুনয়নে অবস্থান করেন, সেই রাক্ষস-বিনাশী মারুতিকে সকলে নমস্কার করুন ॥৭॥

ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণ সমাপ্ত।

গান

[১]

দুর্গা—ঝাঁপতাল

ভজ মন রাম রাম।
সুন্দর শ্যামলরূপ মনোহর গুণধাম ॥
সকল রিপু-নাশন ধনুর্ধারী নারায়ণ।
যোগী ভোলা নৃত্য করে গাহে রাম রাম ॥

[২]

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী

ইতনী মিনতি রঘুনন্দন সে
দুঃখ-দ্বন্দ্ব হমার মিটাও জী ॥
আপনে পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জর মেঁ
চিতহংস হমার বৈঠাও জী ॥
তুলসীদাস কহে কর জোড়ি
ভব-সাগর পার উতার জী ॥

[৩]

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে॥

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন,
ভুলিছ আপন জনে॥

সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন,
গোপনে অতি যতনে॥

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ।

পরম যতনে রাখ রে প্রহরী
শম দম দুই জনে ॥

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ
সে পান্থ-নিবাসী জনে ॥

যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার।
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

১।	শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ (২য় খণ্ড)	মূল্য ৬·৫০
২।	শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ সাহস্রী	৯·০০
৩।	শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা	২·৫০
৪।	স্বামী অচলানন্দের জীবনী ও পত্রাবলী	২·০০
৫।	দিব্য রামায়ণ ...	১০·০০
৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২য় সংস্করণ)	১০·০০
৭।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদানামামৃতম্	১·২৫
৮।	হরিদ্বার কুম্ভমেলা ...	·২৫

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত নিম্নের বই দুইখানিও এখানে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীসুবোধচন্দ্র দে, বি-এ প্রণীত	৪·০০
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ—স্বামী সদাশিবানন্দ	৩·০০

উল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানির বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ শ্রীশ্রীঠাকুর সেবায় উৎসর্গীকৃত।